দৈনিক ইনকিলাব 181

তারিখ 21 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষার নৈরাজ্য আর কতকাল ?

পরীক্ষায় নকল এখন আর নতুন বা বিরল কোন ঘটনা নয়। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার সময়ই নকলের দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করা যায়। আগে আধ ইঞ্চি সাইজের এক টুকরা কাগজ সাথে রাখতে বুক ধরফড় করত। ইনভিজিলেটরের আগমন সৃষ্টি করতো কম্পন। এখন অবস্থার এমনি পরিবর্তন হয়েছে যে, আস্ত বই খুলে নকল করা হয়। ইনভিজিলেটররা অনেক সময় দেখেও না দেখার ভান করেন। কারণ, নকল ধরার পরিণতি ছুরিকাঘাতে প্রাণহানিও হতে পারে। একাধিক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা এই 'অপরাধে' প্রহৃত ও লাঞ্ছি হয়েছেন। পুলিশ প্রহরা নিয়োগ করেও এখন নকল সরবরাহকারীদের প্রতিহত করা যায় না।

জাতির জন্য এ শুধু দুর্ভাবনার নয়, চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপারও। কারণ, আজকের শিক্ষার্থী আগামীদিনের শিক্ষক-প্রশাসক। জাতির উত্থান-ভরসা তাদের উপর নির্ভরশীল। এই শিক্ষার্থীরাই যদি চৌর্যবৃত্তিতে হাত পাকাতে অভ্যস্ত হয় তাহলে ভরসা করার উপায় থাকে কোথায়? কথায় বলে, মানুষ অভ্যাসের দাস, তরুণ বয়সেই যদি চুরি করা বিদ্যায় রপ্ত হওয়া যায় তাহলে বয়সকালেও এর প্রভাব দূর হবে না। তাই বিষয়টি যেমন শংকার, তেমনি ভাবনার। আর ভাবনার বলেই প্রশ্ন আসে এর কারণ কি? সমাজ পরিবেশের মধ্যে এর জবাব খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সমাজে নৈতিকতা আজ সবচেয়ে বেশী অবহেলিত।

তবু জাতির ভবিষ্যৎসহ নানা কিছু ভেবে বলতে হয়; তিক্ত হলেও এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা দরকার। প্রবাদ আছে, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।' শিক্ষক সম্প্রদায়ের উপর শিক্ষার ভার ন্যস্ত। কিন্তু সব শিক্ষক শিক্ষকধর্ম পালন করছেন কি? স্কুলের নিয়মিত ক্লাস নেওয়া ফাঁকি দিয়ে দলভিত্তিক প্রাইভেট ছাত্র পড়ানো, পরীক্ষার আগে সম্ভাব্য প্রশ্নের নামে পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেওয়া কি নৈতিকতার মধ্যে পড়ে? উত্তর অনাবশ্যক। শুধু এটুকুই বলার যে, এর পরিণতি ভাল কি মন্দ হচ্ছে তা ভেবে দেখা উচিৎ। সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও এই চেতনা জাগ্রত করা উচিৎ যে, চুরি বিদ্যা আসল বিদ্যা নয়। এক সময় এর ফাঁক ধরা পড়েই। সুতরাং কাজটি খারাপ এই বোধ জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করা প্রয়োজন। অন্যথায় শুধু আক্ষেপ আর লজ্জাই আমাদের সম্বল হবে।

—মোজহারুল হক (বাবুল)

শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

শিক্ষা কি? শিক্ষা কেন দেওয়া হয়? জ্ঞানীজনেরা বলেন, মানুষের সারা জীবনই শিক্ষার সময়। কিন্তু সারা জীবন শিক্ষা গ্রহণ করেও শিক্ষা সমাপ্ত করা যায় না। কারণ মানুষের জীবন সীমিত আর জ্ঞান সীমাহীন। তাই জ্ঞানের পূর্ণতায় মানুষের পৌঁছার উপায় নেই। তবুও মানুষ তাঁর এই সীমিত সময়ের মধ্যেই জীবনের বহুবিধ চাহিদা পূর্ণ করতে তাঁর স্বপ্ন ও সাধ বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। এটাই মামুষের বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই মানুষকে জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে হয়। মানুষের সীমিত জীবন ও চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমেই যেন সবকিছু জটিল হয়ে উঠছে। চাহিদার সীমাহীন আকর্ষণে দেশে আজ সুশিক্ষা যেন নির্বাসিত। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। শিক্ষকদের অনেকেই বিবেক বর্জিত হয়ে পড়ছেন। ছাত্ররাও হতাশাগ্রস্ত। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এমন এক পর্যায়ে যে ছাত্ররা দেশপ্রেমের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে। সর্বোপরি তারা জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে হয়ে উঠছে স্বার্থান্বেষী। যে শিক্ষায় জ্ঞানার্জনের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রতিফলিত হয় না, সেই শিক্ষা কোন দেশ বা জাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করে, জ্ঞানার্জনে ব্রতী করে— এ ধারণা পুন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এ মহান লক্ষ্য অর্জনে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সাথে সাথে পাঠ্যসূচী যেন বাস্তব জীবনের বহির্ভূত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কিভাবে শিক্ষাদান সুন্দর, আকর্ষণীয় ও সফল করে তোলা যায় সেদিকেও গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য। যা হোক দেশে বেশ কয়েকবার শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, তাতে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টও পেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, স্বাধীনতার এক যুগেরও পরে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের সবগুলোই যে যুগোপযোগী ছিল এমন নয়। বর্তমানে আরো একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা কমিশন জাতীয় জীবনের কঠোর বাস্তবতা ও সমস্যার আলোকে এমন একটি শিক্ষানীতি জাতিকে উপহার দিবেন, যা দেশের বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এ আশা আজ সবার।

মোস্তাক আহমদ অপু